চাটগাঁইয়া ও রোহিঙ্গা:
মিল ও অমিল

বিস্তারিত প্রথম পৃষ্ঠায়

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে
রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সম্পর্ক

বিস্তারিত তৃতীয় পৃষ্ঠায়

স্থানীয় জনগোষ্ঠী জীবিকা ও
নিরাপত্তা নিয়ে সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন

বিস্তারিত পঞ্চম পৃষ্ঠায়

যা জানা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ১৭ × বৃহস্পতিবার, ০৩ জানুয়ারী ২০১৯

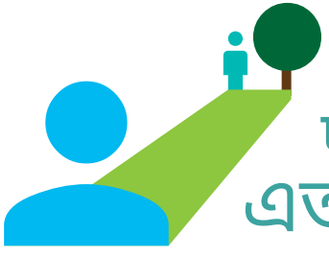

চাটগাঁইয়া ও রোহিঙ্গা: এত কাছে তবু এত দূরে

টি.ডব্লিউ.বি-র প্রতিটি ভাষা প্রশিক্ষণের শুরুতে অংশগ্রহণকারীদের পাঁচটি ছবি সম্বলিত একটি ওয়ার্কশীট দেয়া হয় যাতে একটি কুকর, জানলা, গর্ভবতী মহিলা, পাহাড় আর একটি শিশুর ছবি থাকে। এই ওয়ার্কশীট শুধুমাত্র সকলকে স্বচ্ছন্দ করার একটি পন্থা নয়; অংশগ্রহণকারীদের কাজ হল প্রতিটি ছবির নাম বাংলা, চাটগাঁইয়া ও রোহিঙ্গা ভাষায় সনাক্ত করা। শুরুতে সকলে ফিসফিস করে পরস্পরের সাথে আলোচনা করেন, কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই জোর গলায় তর্কাতর্কি শুরু হয়ে যায়।

"মোটেও চাটগাঁইয়াতে কুকুরকে ওটা বলা হয় না।"

"এটা ছেলে না মেয়ে শিশু?" রোহিঙ্গা ভাষায় দুটোর জন্য আলাদা আলাদা শব্দ রয়েছে।"

"চাটগাঁইয়া আর রোহিঙ্গা ভাষা তো একইরকম, তাই না?"

এই প্রশ্নগুলো শুনে অবাক হওয়ার কিছু নেই। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সহায়তার কাজ একটি ভাষাগতভাবে বৈচিত্র্যময় পটভূমিতে করা হচ্ছে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরণের বর্ণমালা ব্যবহার করে বিভিন্ন ভাষায় নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করছেন।

যদিও একটি ধারণা রয়েছে যে চাটগাঁইয়া ও রোহিঙ্গা ভাষার মধ্যে প্রচুর মিল রয়েছে, টি.ডব্লিউ.বি-র একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে রোহিঙ্গাদের মধ্যে ৩০ শতাংশেরও বেশি মানুষ চাটগাঁইয়া ভাষায় বলা একটি সাধারণ বাক্যও বুঝতে পারেন না*। এর অর্থ দাঁড়ায় যে শুধুমাত্র মৌখিকভাবে চাটগাঁইয়া ভাষায় জীবন-রক্ষাকারী তথ্য দেওয়া হলে তা জনসংখ্যার একটা বিশাল অংশের জানতে বা বুঝতে সমস্যা হবে।

তাই রোহিঙ্গা শরণার্থীরা যে রোহিঙ্গা ভাষাতেই যোগাযোগ করতে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন তা আশ্চর্যজনক নয়। কিন্তু সেটা সবসময় বাস্তবসম্মত বা সম্ভবপর হয় না। তাই চাটগাঁইয়া ভাষাভাষীরা ক্যাম্পে যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য ভূমিকা পালন করেন। তারা প্রায়ই ইংরেজি ও বাংলা ভাষাভাষী ও রোহিঙ্গা ভাষাভাষীদের মধ্যে যোগাযোগের সেতুবন্ধন করেন।

চাটগাঁইয়া ও রোহিঙ্গার মধ্যে মিল ও পার্থক্য

সব ভাষাতেই দেখা যায় যে মানুষের আদি বাসস্থান তাদের শব্দচয়নের উপর প্রভাব ফেলে। যেমন অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন থেকে আসা মানুষ এমন কিছু ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করতে পারেন যা হয়ত নিউ ইয়র্ক বা লন্ডনের মানুষ বুঝতে পারবেন না। কিন্তু এরা সকলেই ইংরেজি বলেন এবং তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একে অপরের কথা বুঝতে পারেন।

চাটগাঁইয়া ভাষাতেও একই ধরণের ভৌগোলিক বিভিন্নতা দেখা যায়; চট্টগ্রাম শহরের বাসিন্দা ও টেকনাফে বসবাসকারীদের চাটগাঁইয়া ভাষা এক নয়। সাধারণত এই পার্থক্য বিভিন্ন অঞ্চলের চাটগাঁইয়া ভাষাভাষীদের পরস্পরের কথা বোঝার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। কিন্তু চাটগাঁইয়া উপভাষা ও রোহিঙ্গা ভাষার মধ্যে বেশ কিছু লক্ষণীয় পার্থক্য রয়েছে। চাটগাঁইয়া ভাষাভাষীদের এটা বোঝা জরুরি যে তাদের উপভাষা এবং রোহিঙ্গা ভাষার মধ্যে কতটা পার্থক্য রয়েছে।

চট্টগ্রামের উত্তর দিকের এলাকাগুলিতে যে উপভাষা প্রচলিত তার তুলনায় কক্স বাজার এলাকার আশেপাশে এবং আরও দক্ষিণের শহরগুলিতে যে চাটগাঁইয়া উপভাষা ব্যবহার করা হয়, তার সাথে রোহিঙ্গা ভাষার মিল বেশি। এটি উচ্চারণ ও শব্দচয়ন, উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন রোহিঙ্গা এবং দক্ষিণের চাটগাঁইয়া ভাষাভাষী উভয়েই শম-ওলা বলতে 'গর্ভাবস্থা' বোঝেন। কিন্তু উত্তরের দিকে এই শব্দটির অর্থ বোধগম্য হয় না যেখানে মানুষ গর্বিত শব্দটি ব্যবহার করা বেশি পছন্দ করেন, যা বাংলা শব্দ গর্ভবতী থেকে নেওয়া হয়েছে। রোহিঙ্গা এবং দক্ষিণের চাটগাঁইয়া, উভয় ভাষায় কুকুর বোঝাতে কুইঁর শব্দটি ব্যবহার করা হয় কিন্তু উত্তরের দিকে চাটগাঁইয়া ভাষায় কুত্তেই শব্দটি প্রচলিত।

এছাড়াও বিভিন্ন প্রজন্মের ভাষাতেও পার্থক্য দেখা যায়। নতুন প্রজন্ম, বিশেষত যারা শিক্ষিত বা ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে যুক্ত, তারা চাটগাঁইয়া ভাষায় কথাবার্তা বলার সময় অপেক্ষাকৃত বেশি সাধারণ বাংলা

* *টি.ডব্লিউ.বিভাষার পাঠ: রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাথে যোগাযোগের সম্পর্কে আমরা যা জেনেছি, শিখেছি, http://www.shongjog.org.bd/news/i/?id=aee7eb5e-bcbb-420c-80d9-92b4d41407db*

শব্দ ব্যবহার করেন। এই শব্দগুলির অনেকগুলির সাথেই রোহিঙ্গারা পরিচিত নন। বয়স্ক চাটগাঁইয়া ভাষাভাষীরা এখনো অনেক আরবি, ফার্সি এবং স্থানীয় শব্দ ব্যবহার করেন যা রোহিঙ্গা ভাষাতেও ব্যবহৃত হয়।

এই ভৌগোলিক ও প্রজন্মগত পার্থক্য থেকে চাটগাঁইয়া ভাষার সাথে রোহিঙ্গা ভাষার কতটা মিল রয়েছে তা নিয়ে মতবিভেদের কারণগুলো বোঝা যেতে পারে। কক্সবাজার জেলার সবচেয়ে দক্ষিণাংশে বসবাসকারী ত্রাণ কর্মী ও দোভাষীরা হয়ত তাদের ভাষা এবং নাফ নদীর ঠিক ওপারের মুংড-এর রোহিঙ্গাদের ভাষায় অনেক মিল পেতে পারেন। যদিও সীমান্ত এলাকা থেকে দূরত্ব যত বেশি হয় (চাটগাঁইয়া ও রোহিঙ্গা ভাষাভাষী উভয়ের ক্ষেত্রে), ভাষার মধ্যে পার্থক্যও তত বেশি হতে দেখা যায়।

চাটগাঁইয়া: উপভাষা নাকি ভাষা?

বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গাকে একটি স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে মেনে নিলেও চাটগাঁইয়া ভাষাকে বাংলা ভাষারই একটি আঞ্চলিক উপভাষা হিসেবে বিবেচনা করে এবং স্বতন্ত্র ভাষার মর্যাদা দেয় না। যদিও সাধারণ বাংলা ভাষাভাষী ও শুধুমাত্র চাটগাঁইয়া ভাষা জানেন এমন মানুষেরা পরস্পরের কথাবার্তা খুব কমই বুঝতে পারেন।

রোহিঙ্গার মতো চাটগাঁইয়াও একটি অলিখিত কথ্য ভাষা, যদিও এটিকে লিখিত রূপ দেওয়ার কিছু প্রচেষ্টা করা হয়েছে, যেমন সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যবহারকারীরা বাংলা লিপি ব্যবহার করে চাটগাঁইয়া ভাষায় লেখেন এবং সম্প্রতি ঢাকার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট একটি চাটগাঁইয়া-বাংলা-ইংরেজি অভিধান প্রকাশ করেছে।

বাংলা ভাষা না শিখলে চাটগাঁইয়া ভাষাভাষীদের পক্ষে বিকাশ ('উন্নয়ন') এবং কেন্দ্রর (সেন্টার) মতো বাংলা ভাষারব্যবহারিক ও প্রশাসনিক শব্দগুলি বুঝতে পারা বেশ কঠিন। বাংলা ভাষাভাষীদের পক্ষে চাটগাঁইয়া বুঝতে পারা আরও কঠিন কারণ এতে ভিন্ন অর্থ বোঝাতে ভিন্ন টান বা স্বরভঙ্গি ব্যবহৃত হয় এবং এমন প্রচুর বিদেশী শব্দ রয়েছে যেগুলি বাংলা ভাষায় গ্রহণ করা হয়নি।

ভাষাগত পরিচিতি না থাকার কারণে কক্স বাজারের দেশীয় কর্মীরা কোন ভাষাভাষী তা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা কঠিন। বহু বাংলাদেশীই চাটগাঁইয়া কোনও স্বতন্ত্র ভাষা নয়, এই সরকারি সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন এবং তাই, তারা যে এই ভাষাভাষী তা প্রকাশ করতে চান না। জিজ্ঞাসা করা হলে বহু ত্রাণ কর্মী তারা চাটগাঁইয়া ভাষাভাষী সেটা বলার পরিবর্তে দাবী করেন যে তারা 'স্থানীয় ভাষায়' (এদিয়ার হোথা) বা 'আঞ্চলিক ভাষায়' (আনসোলিক ভাষা) কথা বলেন যার অর্থ হল তারা এক ধরণের স্থানীয় বাংলায় কথা বলেন।

চাটগাঁইয়া কেন গুরুত্বপূর্ণ

ভুল বোঝাবুঝি এড়ানোর জন্য যেখানে সম্ভব সংস্থাগুলির ত্রাণের কাজে রোহিঙ্গা দোভাষী ও স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যবহার করা উচিৎ। কিন্তু যেহেতু সেটা করা সবসময় সম্ভব নয় তাই বহু চাটগাঁইয়া ভাষাভাষী মানুষকে ত্রাণের কাজে দোভাষী হিসেবে কাজ করতে দেখা যায়। তাই সঠিক যোগাযোগ নিশ্চিত করার জন্য তাদের পরিভাষার প্রশিক্ষণ দিয়ে সাহায্য করা উচিৎ এবং তাদের উৎসাহিত করা উচিৎ, যাতে তারা নিয়মিতভাবে পুনরাবৃত্তি করে এবং অন্য ব্যক্তির মতামত নিজের ভাষায় বলে নিশ্চিত করেন যে তারা বার্তাটি বুঝতে পেরেছেন।

চাটগাঁইয়া ভাষাভাষীরা বিদেশী মানবিক সংস্থা, বাংলাদেশের জাতীয় কর্মী ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। ভাষা প্রশিক্ষণের কর্মশালা চাটগাঁইয়া দোভাষীদের ভাষাগুলির মধ্যে থাকা পার্থক্য ও যোগাযোগের ব্যবধান বুঝতে সাহায্য করে এবং ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা সম্পর্কে আরও সচেতন করে তোলে।

জীবিকা এবং সুরক্ষা-নিরাপত্তা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর শীর্ষ উদ্বেগ

সূত্র: স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মনোভাব বোঝার জন্য 'বেতার সংলাপ' রেডিও অনুষ্ঠানে লাইভ শ্রোতাদের জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে যাতে রোহিঙ্গা সংকট সম্পর্কে স্থানীয় মানুষদের আশংকাগুলি বোঝা যায়। ২০১৮ সালে ফেব্রুয়ারি থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে উখিয়া ও টেকনাফে আয়োজিত ১০টি অনুষ্ঠানে মোট ৩১২টি প্রশ্ন করা হয়েছে (সীমিত সময়ের কারণে এই প্রশ্নগুলির সবগুলি সম্প্রচার করা হয়নি)। ইউনিসেফ ও বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশনের সহযোগিতায় বাংলাদেশ বেতার বেতার-সংলাপ অনুষ্ঠানটির প্রযোজনা করে। সেই সাথে উখিয়ার থ্যাইংখালির পালংখালি ইউনিয়নে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে আরও জানার জন্য ফোকাস দলে আলোচনার আয়োজন করা হয়েছিল।

গত দশ মাসে বেতার সংলাপে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নগুলির অর্ধেক জীবিকা নিয়ে ছিল। এরপরেই সামাজিক ও সুরক্ষার বিষয়গুলি (যেমন ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, অপরাধমূলক কাজকর্ম ইত্যাদি) এবং পরিবেশ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন করা হয়েছে।

জীবিকা

এই আশংকার মধ্যে ছিল রোহিঙ্গারা কম মজুরিতে কাজ করতে রাজী থাকার কারণে মানুষের কাজ হারানো; স্থানীয় মানুষদের ব্যবসা চালাতে সমস্যা; কৃষকদের জমি চলে যাওয়া ও উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া; এবং জেলেদের নাফ নদীতে আর মাছ ধরতে

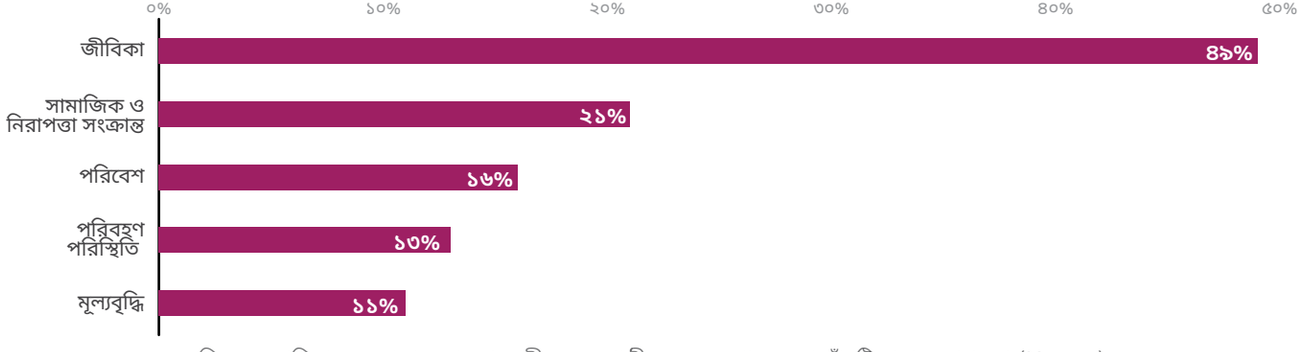

চিত্র ১: রোহিঙ্গাদের আসার কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে দেখা দেওয়া পাঁচটি প্রধান আশংকা (N=৩১২)

না পারা। এই সমস্যাগুলি সাধারণত স্বল্প আয়ের মানুষেরা তুলে ধরেছেন যেমন জেলে, কৃষক, দিন মজুর এবং ছোট ব্যবসায়ীরা।

ফোকাস দলে অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন যে অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও রোহিঙ্গারা ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং ক্যাম্পের বাইরে কাজ করছেন। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উত্তরদাতাদের বক্তব্য অনুযায়ী, দোকান ও কারখানায় স্থানীয় মানুষদের পরিবর্তে রোহিঙ্গাদের কাজে রাখা হচ্ছে কারণ তারা স্থানীয়দের তুলনায় প্রায় অর্ধেক মজুরিতে কাজ করতে রাজী আছেন। এছাড়াও মানুষ জানিয়েছেন যে টম টমের (ব্যাটারি চালিত গাড়ি) মালিকরা রোহিঙ্গা ড্রাইভারদের কাজে রাখছেন কারণ তারা তাদের আয়ের আরও বড় অংশ মালিকদের দিতে রাজী হচ্ছেন।

মানুষ ছুতোর এবং নির্মাণ কর্মীদের মতো স্থানীয় দক্ষ শ্রমিকদের নিয়েও চিন্তায় আছেন কারণ যেসব রোহিঙ্গা মানুষদের এইসব দক্ষতা রয়েছে তারা আরও কম মজুরিতে কাজ করতে রাজী আছেন। স্থানীয় দোকান মালিকরা দাবী করেছেন যে তাদের দোকানে বিক্রি কমে গেছে কারণ রোহিঙ্গারা তাদের ত্রাণে পাওয়া জিনিসপত্র রাস্তার ধারে বা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিক্রি করছেন।

> “আমাকে এখানে দোকান দেওয়ার জন্য টাকা লাগাতে হয়েছে আর টাকা দিতে হয়েছে। আমাকে দোকানের জিনিসপত্র কেনার জন্য টাকা ঢালতে হয়েছে। আমাকে ট্রেড লাইসেন্স ও অন্যান্য করের জন্য টাকা দিতে হয়েছে। আর তারপরেই আমি ব্যবসা করতে পারছি। কিন্তু রোহিঙ্গারা শুধুমাত্র আসছে আর রাস্তার ধারে বসে পড়ছে তাদের [ত্রাণের] জিনিস বিক্রি করার জন্য। তারা কম দামে বিক্রি করতে পারছে তাই মানুষ তাদের থেকেই জিনিস কিনছে আর আমরা ব্যবসায় মার খাচ্ছি।"
>
> – মুদি দোকানের মালিক, থ্যাইংখালি, উখিয়া

> “কারো ছুতোর বা নির্মাণ কর্মীর দরকার হলে বা কৃষি শ্রমিকের প্রয়োজন হলে তারা আর স্থানীয় কর্মীদের খোঁজ করেন না। তার বদলে তারা সরাসরি ক্যাম্পে গিয়ে শ্রমিক ভাড়া করে আনেন কারণ রোহিঙ্গারা কম মজুরিতে কাজ করেন।
>
> – মহিলা, ৩২, থ্যাইংখালি, উখিয়া

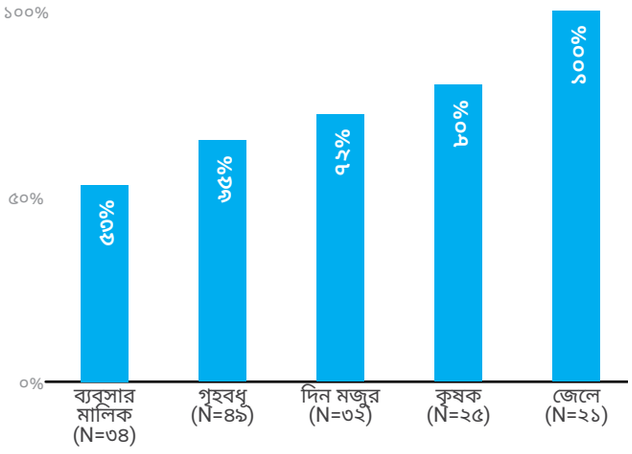

চিত্র ২: বিভিন্ন পেশার মানুষদের অনুপাত যারা জীবিকা নিয়ে আশংকা প্রকাশ করেছেন

সম্প্রদায়ের বক্তব্য অনুযায়ী, রোহিঙ্গা পরিস্থিতির কারণে মহিলাদের কাজ করার সুযোগও কমে গেছে। ধনী পরিবারগুলি আগে ঘরের কাজের জন্য যে মহিলাদের নিযুক্ত করতেন তারা বলেছেন যে, এখন তাদের বদলে রোহিঙ্গা মহিলাদের কাজে রাখা হয়, কারণ তারা আরও কম বেতনে কাজ করতে রাজী হন। অংশগ্রহণকারীরা এটাও জানিয়েছে যে আগে মহিলারা শসা, তেঁতুল, আদা, আনারস, তরমুজ ও পানপাতার মত শস্যক্ষেত্রে কৃষিকাজ করতেন কিন্তু সেই কাজে ব্যবহৃত সরকারি জমি এখন রোহিঙ্গাদের থাকার জন্য দিয়ে দেওয়া হয়েছে। মহিলারা জানিয়েছেন যে তারা টাকা উপার্জনের জন্য হাঁস মুরগি পালন করতেন কিন্তু সেগুলি এখন প্রায়ই খোয়া যাচ্ছে। তারা এই অভিযোগও করেছেন যে তাদের উঠানে ফলানো আনাজপাতি ও গরুছাগল সব চুরি হয়ে যাচ্ছে।

⚠ সমাজ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়

পুরুষ ও মহিলা উভয়েই সমাজ ও নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন (মহিলাদের জানানো সমস্যার ২২% এবং পুরুষদের জানানো সমস্যার ১৯% এই বিষয় নিয়ে ছিল)। ফোকাস দলে অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন যে রোহিঙ্গারা আসার পরে কিভাবে চুরির ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গিয়েছে। তাদের দাবী অনুযায়ী, যেসমস্ত জিনিসপত্র প্রায়ই চুরি হয়ে যাচ্ছে তার শীর্ষে রয়েছে নগদ টাকা, সোনা, মোবাইল ফোন, সোলার প্যানেল এবং ব্যাটারি।

> “কয়েকদিন আগে আমার দোকান থেকে সোলার প্যানেল ও ব্যাটারি চুরি হয়ে গেছে। মসজিদ আর কিন্ডারগার্ডেন স্কুলের সোলার প্যানেলও চুরি হয়ে গেছে। আমার দোকান, যেখান থেকে সোলার আর ব্যাটারি চুরি হয়েছিল, ঠিক তার পাশ থেকে এক রোহিঙ্গাকে গরু চুরি করার সময় ধরা হয়েছিল।"
>
> – নির্মাণ সামগ্রী ব্যবসায়ী, থ্যাইংখালি, উখিয়া

অংশগ্রহণকারীরা মনে করেন যে ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে গেছে, বিশেষ করে রাতে ক্যাম্পগুলির নিকটবর্তী এলাকায়। তারা আরো জানিয়েছেন যে তাদের বিশ্বাস, রোহিঙ্গাদের চোরাচালান, অপহরণ এবং টাকা দিয়ে খুন করানোর মতো বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজকর্মে ব্যবহার করা হচ্ছে। মানুষ এটাও জানিয়েছে যে রোহিঙ্গারা স্থানীয় কম্পিউটারের দোকানে জাল বাংলাদেশী জাতীয় আইডি কার্ড বানাচ্ছে; এছাড়াও বহুবিবাহ আর স্থানীয় ও রোহিঙ্গাদের মধ্যে বিয়ের মত সামাজিক বিষয় নিয়েও আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে।

পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়

বেতার সংলাপে জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নে পানি ও বায়ুর মান, অরণ্য বিনাশ এবং পাহাড় ধ্বংস করার বিষয়গুলি উঠে এসেছে। ফোকাস দলে অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন যে স্থানীয় খাল বিল রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলির বর্জ্যের কারণে অত্যধিক পরিমাণে দূষিত হয়ে গেছে। ফলে তারা গভীর নলকূপের উপর আরো বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন যা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ এবং তারা আশংকায় আছেন যে, গভীর নলকূপ ব্যবহারের ফলে মাটির নীচে জলের স্তর শুকিয়ে যাবে। তারা আরো বলেছেন যে অরণ্য ও বৃক্ষনিধনের ফলে ধুলোর পরিমাণ বেড়ে গেছে এবং তাদের ধারণা, এই কারণে রোগভোগ বেশি হচ্ছে, বিশেষত ডায়রিয়া।

> “আমাদের এলাকায় খালের ধারে একটি মসজিদ আছে। রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে আসা ময়লা-আবর্জনায় খালটা ভরে গেছে আর তার দুর্গন্ধের কারণে আমরা ঐ মসজিদে ভালভাবে নমাজ পড়তে পারি না।"
>
> – ছাত্র, পুরুষ, ১৯, থ্যাইংখালি, উখিয়া

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মতামত:

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সম্পর্ক

সূত্র: ২রা ডিসেম্বর থেকে ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে ২০ জন ইন্টারনিউজ জনগোষ্ঠীর প্রতিবেদক এবং একজন ফিডব্যাক ম্যানেজারের কোবো কালেক্ট অ্যাপের মাধ্যমে ১ই, ১ডব্লিউ, ২ই, ২ডব্লিউ, ৩, ৪, এবং ৪ই ক্যাম্প থেকে সংগ্রহ করা মতামত। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ আশংকা এবং প্রশ্নগুলো তুলে ধরার জন্য মোট ২৩৪টি কথোপকথন বিশ্লেষণ করা হয়েছে যার মধ্যে ৬৯টি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কের বিষয়ে ছিল। ইংরেজি এবং বাংলা লিপি ব্যবহার করে রোহিঙ্গা ভাষায় মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে।

ইন্টারনিউজ
০২ ডিসেম্বর - ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৮

মোট মতামত		
২৩৪	১১২	১২২

সবচেয়ে বৃহৎ সংখ্যায় রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দেশ ছেড়ে বাংলাদেশে আসার পরে ১৫ মাস ধরে উখিয়ার পাহাড়গুলিতে যে ঘনবসতি তৈরি হয়েছে সেখানেস্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে শরণার্থীদের একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। রোহিঙ্গা উত্তরদাতারা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে তাদের অর্থনৈতিক কাজকর্ম, সম্পদ ভাগাভাগি করে নেওয়া এবং সাধারণ মেলামেশার ক্ষেত্রে সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি নিয়ে জনগোষ্ঠীর প্রতিবেদকদের কাছে আশংকা ও মতামতগুলি জানিয়েছেন। গত কয়েক সপ্তাহে শরণার্থীরা তাদের সম্পদের প্রধান চাহিদাগুলির যে বিবরণ দিয়েছেন এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে কথাবার্তা ও মেলামেশার সাথে সেগুলি কিভাবে সম্পর্কিত সেই ব্যাপারে যা প্রকাশ করেছেন, তার মধ্যে প্রচুর মিল রয়েছে। মতামত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মানুষেরা এটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি চিন্তিত যে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে তাদের ইতিবাচক বা নেতিবাচক সম্পর্ক তাদের সম্পদের বাস্তব চাহিদাগুলি পূরণ করার ক্ষেত্রে কি প্রভাব ফেলেছে।

মতামত বিশ্লেষণ করে এই ইংগিত পাওয়া গেছে যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্যরা এই বিষয়গুলি নিয়ে আশংকায় রয়েছেন:

- জমির ভাড়া দেওয়ার জন্য যথেষ্ট টাকা থাকা এবং এই আশংকা যে টাকা না দিলে স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের গালিগালাজ বা মারধর করবেন
- পাহাড়ে গিয়ে জ্বালানী কাঠ যোগাড় করার ক্ষেত্রে আশংকা কারণ তারা গেলে স্থানীয় মানুষজন গালিগালাজ করেন এবং তাদের থেকে টাকা নেন।
- শিক্ষা সংক্রান্ত আশংকা যেহেতু তাদের শিশুরা যথাযথ শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না কারণ বাংলাদেশ সরকার তাদের জমিতে রোহিঙ্গা শিশুদের জন্য স্কুল তৈরি করার অনুমতি দেয়নি।
- এমনকি জরুরি পরিস্থিতিতেও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে বাথরুম, ল্যাট্রিন বা টিউব ওয়েলের মতো বিভিন্ন সুযোগসুবিধা ভাগাভাগি করে ব্যবহার করতে না পারা।
- রাতে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে না পারা কারণ তারা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কিছু মাদকাসক্ত মানুষের সাথে ঝগড়া-বিবাদ এড়িয়ে চলতে চান।
- এই দুশ্চিন্তা যে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর শিশুদের সাথে তাদের শিশুদের সুসম্পর্কসম্পর্ক নেই

> “আমাদের স্থানীয় মানুষদের সাথে ভালো সম্পর্ক আছে, যেমন আমাদের জমির মালিকের সাথে ভালো সম্পর্ক আছে। অন্যান্য ব্লকে মানুষদের তাদের জমির মালিকের সাথে ঝগড়াঝাঁটি হয়, কিন্তু আমাদের জমির মালিকের সাথে কোনও ঝগড়া নেই। ব্লকে আমাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হলে আমাদের জমির মালিক এসে তার সমাধান করে দেন। আমাদের জমির মালিক খুবই ভালো। আমরা যখন মায়ানমার থেকে এসেছিলাম, ওরা টাকা নিত। আমাদের থেকে ২০০ টাকা করে, কিন্তু গত ২/৩ মাস ওরা আমাদের থেকে কোনও টাকা নিচ্ছে না কারণ সি.আই.সি ওদের ভাড়া নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এখন ওরা সেটুকুই ভাড়া নেয় যতটা আমরা দিতে পারি। যাদের টাকা দেওয়ার সামর্থ্য নেই তাদের থেকে জোর করে ভাড়া নেয় না। আমরা সেই জমিতে থাকি যেখানে ওরা চাষবাস করত। সেটা মাথায় রেখে আমরা আমাদের সাধ্যমত টাকা দিই। তাই বলছি যে স্থানীয় মানুষজনদের সাথে আমাদের সম্পর্ক ভালো।"
>
> – পুরুষ, ৩৭, ক্যাম্প ১ই

> “আমরা যখন এখানে এসে শেল্টার বানানো শুরু করেছিলাম তখন টাকা দিতে হয়েছিল। স্থানীয় লোকজনদের ভাড়া হিসেবে ১০০০ টাকা দিয়েছিলাম। গত এক মাস ধরে আমরা টাকা দিচ্ছি। ভাড়া হিসেবে ৩০০ টাকা। আমরা ওদের ভাড়া দিতে না পারলে ওরা আমাদের শেল্টার ভেঙে দিতে চায় বা বলে আমাদের অন্য কোথাও চলে যেতে। আমরা তাও যাই না কারণ এই ঘর বানাতে আমাদের অনেক কষ্ট হয়েছে। আমরা অন্য কোথাও গেলে আরেকটা ঘর বানানোর টাকা কোথা থেকে পাব? আমাদের কাছে চালডাল কেনারই টাকা নেই তো ভাড়া কোথা থেকে দেব? আমরা ত্রাণে পাওয়া খাবার যেমন চাল ডালের খানিকটা বেচে দিই। বিতরণ করা খাবারের একটা অংশ বেচে ভাড়া দিই বলে বাকি খাবারে পুরো মাস চালাতে আমাদের খুব কষ্ট হয়। আমরা ওদের সাথে কথাবার্তা বলিনা কারণ আমাদের বাচ্চারা ওদের বাড়িতে গেলে ওরা খুব বাজে ব্যবহার করে।"
>
> – পুরুষ, ৩১, ক্যাম্প ১ই

রোহিঙ্গারা আসার পর থেকে স্থানীয় মানুষজনদের সাথে তাদের মেলামেশা ও কথাবার্তার প্রকৃতি কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে তা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মতামতে প্রকাশ পেয়েছে। স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক সম্বন্ধে রোহিঙ্গাদের মতামত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা কোথায় বসবাস করছেন এবং সেখানকার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে মেলামেশা বা কথাবার্তার ক্ষেত্রে তাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তার উপর নির্ভর করে।

বহু রোহিঙ্গা উত্তরদাতা স্থানীয় মানুষদের সাথে তাদের অর্থনৈতিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন যাতে বসবাসের জন্য জমি ভাড়া দেওয়ার বিষয়টি উঠে এসেছে। যদিও বিভিন্ন ব্লক ও ক্যাম্পে যে অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানানো হয়েছে তা ভিন্ন, তবুও সাধারণত মানুষ এই বিষয়ে একমত যে, যখন রোহিঙ্গা শরণার্থীরা প্রথম বাংলাদেশে এসেছিলেন তখন তাদের অনেককেই স্থানীয় সম্প্রদায়ের জমিতে থাকার জন্য তাদের ভাড়া দিতে হত। কুড়িটির মধ্যে চারটি উত্তরে এই ইংগিত পাওয়া গেছে যে - যে সব জায়গায় আর ভাড়া নেওয়া হয় না সেখানে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। যারা এখনো ভাড়া দিয়ে চলেছেন তারা এটিকে ঝগড়া-বিবাদের একটি কারণ হিসেবে মনে করেন কারণ তাদের সেই টাকা যোগাড় করার উপায় নেই এবং ভাড়ার বিনিময়ে তাদের ত্রাণে পাওয়া জিনিসপত্র দিতে হয় বা সেই জিনিস বিক্রি করে ভাড়ার টাকা যোগাড় করতে হয়। যারা ভাড়া দেন তাদের অনেকেই জানিয়েছেন

যে ভাড়া দেওয়ার পরে তাদের চাহিদা মেটানোর মতো যথেষ্ট খাবার তাদের কাছে থাকে না। সে সত্ত্বেও কিছু রোহিঙ্গা মানুষ জানিয়েছেন যে যেখানে স্থানীয় সম্প্রদায় তাদের উপর চাপ দেন না এবং তারা পরস্পরের সাথে সবকিছু ভাগ করে নেন ও পরস্পরকে সাহায্য করেন, সেখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সম্প্রীতি রয়েছে।

> "খাবার পানির টিউব ওয়েলটা স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষদের বাড়ির কাছে রয়েছে। আমরা যখন পানি আনতে যাই, যারা পানি নিতে যায় তাদের সবার সাথে ওরা খারাপ ব্যবহার করে আর আমাদের পানি নিতে দেয় না। ওরা বলে, 'তোমরা আমাদের জমিতে থাকছ, তাই আমরা যা বলব সব মেনে চলতে হবে।' প্রতি মাসে ওদের ১কেজি করে চাল দিতে হয়। আমরা দিতে না পারলে আমাদের অপমান করে বলে, 'আমাদের জমি থেকে চলে যাও।' আমাদের ওদের সাথে ভালো সম্পর্ক নেই।"
>
> – পুরুষ, ২৩, ক্যাম্প ১ডব্লিউ

> "...আমাদের ব্লকে স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষজন আর আমরা একই ল্যাট্রিন ব্যবহার করি। ওদের সাথে আমাদের ভালো সম্পর্ক রয়েছে আর আমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করি না।"
>
> – মহিলা, ৫০, ক্যাম্প ১ডব্লিউ

> "আমাদের খাবার রান্না করতে সমস্যা হয় কারণ আমাদের কাছে যথেষ্ট জ্বালানী কাঠ নেই। আমরা নতুন আসা শরণার্থী, আমাদের কাছে জ্বালানী কাঠ কেনার মতো টাকা নেই। আমরা যখন জ্বালানী কাঠ যোগাড় করতে পাহাড়ে যাই, স্থানীয় বাংলাদেশের মানুষজন আমাদের অনেক মারধর করে আর আমাদের থেকে জ্বালানী কাঠ কেড়ে নেয়। স্থানীয় মানুষদের কারণে আমরা রোহিঙ্গা শরণার্থীরা পাহাড়ে জ্বালানী কাঠ যোগাড় করতে যেতে পারি না। তাই আমাদের গ্যাসের চুলা প্রয়োজন।"
>
> – পুরুষ, ২৫, ক্যাম্প ১ডব্লিউ

> "ব্লকে জায়গা রয়েছে কিন্তু স্থানীয় মানুষজন দেয় না। স্কুল বানানোর জন্য স্থানীয় মানুষজন আমাদের থেকে টাকা চায়। রোহিঙ্গা শরণার্থীরা জবাব দেন, 'আমরা কোথা থেকে টাকা পাব?' আমরা এনজিওদের একথা জানিয়েছি। এনজিওরা বলে তোমরা জায়গার ব্যবস্থা করলে আমরা শিক্ষক আর স্কুলের ব্যবস্থা করে দেব..."
>
> – পুরুষ, ৫০, ক্যাম্প ২ই।

মানুষের মতামতে অপর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং প্রাথমিক সুযোগসুবিধা পাওয়ার সমস্যাই রোহিঙ্গা ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনার প্রধান কারণ হিসেবে উঠে এসেছে। বহু শরণার্থী জানিয়েছেন যে পানি ও জ্বালানী কাঠের অভাব বা ল্যাট্রিনের সুবিধা না থাকার কারণে তারা স্থানীয় মানুষদের কাছে সাহায্য চাইতে বা সংস্থানের খোঁজে পাহাড়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয় সংস্থান জোগাড় করার প্রচেষ্টা বা তাদের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সুযোগসুবিধাগুলি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে মিশ্র ফলাফল পাওয়া গেছে, যেখানে অনেক রোহিঙ্গাই জানিয়েছেন যে তাদের সেগুলো দেওয়া হয়নি, তাদের থেকে টাকা চাওয়া হয়েছে বা তাদের গালিগালাজ করা হয়েছে। কিন্তু কিছু সংখ্যক উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে তাদের স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে ভালো সম্পর্ক রয়েছে এবং তারা ভাগাভাগি করে সম্পদ ব্যবহার করেন। রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় মানুষদের মধ্যে অনেক বিবাদের মূলেই রয়েছে জমি ব্যবহারের অধিকার সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা যা স্কুল তৈরি করা থেকে শুরু করে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ পর্যন্ত, বহু ক্ষেত্রেই সমস্যা তৈরি করছে।

> "এখানকার সমস্ত রোহিঙ্গা শরণার্থীদেরই স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে ভালো সম্পর্ক রয়েছে। আমরা যখন এসেছিলাম, তারা আমাদের বসবাস করার জন্য তাদের বাড়ির কাছে জমি দিয়েছিল। শুরুতে আমরা যখনি তাদের কাছে সাহায্য চাইতাম তারা সাধ্যমত সাহায্য করত। অন্যান্য জায়গায় মানুষকে জমি বা বাড়ির জন্য টাকা দিতে হয়। কিন্তু আমরা কখনোই এজন্য টাকা দিইনি। যখন কোনও মেলা, মিটিং বা অনুষ্ঠান হয়, আমরা স্থানীয় সম্প্রদায়কে আমন্ত্রণ করি ও তারা আসেন। ওদের অনুষ্ঠানে আমরা যেতে না পারলে ওরা মনঃক্ষুণ্ন হন। আমাদের কোনও কিছু ধার নিতে হলে আমরা সহজেই স্থানীয় সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সেটা নিতে পারি। আমাদের সাথে স্থানীয় সম্প্রদায়ের সম্পর্ক খুবই ভালো।"
>
> –পুরুষ, ৬৫, ক্যাম্প ১ই

রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ মানুষের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে কোনও না কোনোভাবে মেলামেশা বা কথাবার্তা বলার সুযোগ হয়েছে এবং সেই অভিজ্ঞতা থেকেই তারা তাদের ধারণা তৈরি করেছেন। স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে যারা সবচেয়ে বেশি মেলামেশা করেছেন বলে জানিয়েছেন, তারা হলেন সেই রোহিঙ্গারা যারা স্থানীয় মানুষদের সাথে বিভিন্ন সুযোগসুবিধা ভাগাভাগি করে ব্যবহার করেন। অন্যদিকে বহু রোহিঙ্গাই ক্যাম্পে এমন জায়গায় বসবাস করেন যেখানে তাদের স্থানীয়দের সাথে মেলামেশার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন, ইন্টারনিউজ এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিতভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলি সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলিকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলির চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটি আই.ও.এম, জাতিসংঘ অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় করা হচ্ছে এবং এটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই.ইউ হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

'*যা জানা জরুরি*' সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যকে কোনোভাবেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হিসেবে, বা যুক্তরাজ্যের সরকারের সরকারি নীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ নয়।